পলিসি ব্রিফ
৭৬ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে টিআইবি'র সুপারিশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২ আগস্ট ২০১৮-এ 'বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের এনজিও খাতে সাম্প্রতিককালে তথ্য উন্মুক্তকরণ, প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা, এবং সরকার ও অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নিকট দায়বদ্ধতাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও ইতিবাচক চর্চা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রণীত নীতিমালা ও নির্দেশিকার কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতিসহ এনজিও খাতে সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং সার্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে চলমান নানা চ্যালেঞ্জও চিহ্নিত করেছে এ গবেষণাটি। চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে।

আইনি সীমাবদ্ধতা:

বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এর মধ্যে রয়েছে-

- ধারা ৬-এ দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যদিকে উপধারা ৬.৪-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হলেও তার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এসব ধারার ফলে প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

- উপধারা ৬.৩ অনুযায়ী দেশের অন্যান্য জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করার বিধান থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের ক্ষেত্রে আবেদন করার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এ ধারাটির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রকল্প অনুমোদনে আরও বেশি দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার উপধারা ১০.৭ ও ১০.৮ অনুসারে দেশের অন্যান্য জেলার এনজিও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য একটি নির্ধারিত কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

- ধারা ১১ অনুসারে এনজিও'র গঠনতন্ত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে দেশীয় পর্যায়ে সমান্তরাল কোনো কাঠামো থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নেই।

- ধারা ১৪ অনুসারে কোনো এনজিও সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "বিদ্বেষমূলক" ও "অশালীন" মন্তব্য করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; তবে এই শব্দদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

- আইনটির যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সম্বলিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হলেও তা চূড়ান্ত করা হয়নি।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে 'বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬' এর বৈষম্যমূলক ধারাসমূহের বিলুপ্তি ও অস্পষ্ট ধারাসমূহের সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে। - দীর্ঘসূত্রতা কমানোর জন্য দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কর্মসূচির মতো অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। - বিশেষ প্রয়োজনে কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ জরুরী হলে তারও সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মতামত প্রেরিত না হলে তা অনাপত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, এরূপ বিধান থাকতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও এনজিও প্রতিনিধি

– উপধারা ৬.৪-এর সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আপত্তির ক্ষেত্রে তার সমর্থনে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত ব্যাখ্যাসহ আপত্তি বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাবকারী সংস্থার পক্ষ থেকে যৌক্তিক উত্তর প্রদান সাপেক্ষে এনজিও ব্যুরো প্রকল্পের অনুমোদন প্রদান করতে পারবে, এরূপ বিধান রাখতে হবে।

– যে কোনো প্রকল্প অনুমোদনে এনজিও ব্যুরো অপরাগ হলে সুনির্দিষ্ট কারণসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হবে, এরূপ বিধান রাখতে হবে।

– পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কার্যরত এনজিওদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ বিলুপ্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য জেলার মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কার্যরত এনজিওদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যও সরাসরি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করার, এবং একইভাবে কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করার বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

– আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ বিষয়ে দেশীয় পর্যায়ে সমান্তরাল কোনো কাঠামো থাকবে কিনা তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

– ধারা ১৪-এর "বিদ্বেষমূলক" ও "অশালীন" শব্দদ্বয় সম্পর্কে এনজিও প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ প্রণীত বিধিমালার খসড়া অবিলম্বে চূড়ান্ত করতে হবে।

নীতি ও পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি:

গবেষণাভুক্ত সকল এনজিওতে গঠনতন্ত্র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ, জেন্ডার ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও নির্দেশিকাপত্র রয়েছে। তবে কোনো কোনো এনজিওতে নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। যেমন, জেন্ডার নীতিমালা থাকলেও বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া; যৌন হয়রানির অপরাধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে না চলা; ক্রয় এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন উপেক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন না করা, কর্মীদের প্রণোদনা ও দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগের ঘাটতি বিভিন্ন এনজিওতে লক্ষণীয়।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২. এনজিওসমূহের সকল নীতিমালা ও নির্দেশিকাপত্রের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে--বিশেষ করে জেন্ডার নীতিমালা, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা, ক্রয় নীতিমালা এবং মানবসম্পদ নীতিমালার আওতায় নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, প্রণোদনা প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে।	এনজিও
৩. নৈতিক আচরণবিধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। মানবসম্পদ নীতিমালায় নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।	

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি:

বেশিরভাগ এনজিও 'র নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে এবং এসব এনজিও তাদের চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসহ বিভিন্ন তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। তবে তাদের প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও উপকারভোগীদের কাছে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। বেশিরভাগ এনজিও চাকুরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগের সময় অভ্যন্তরীণ ও বাইরের নিয়ম-বহির্ভূত প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই অস্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতাবিহীন প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগ করে। কিছু ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রধানত প্রধান নির্বাহীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কিছু এনজিওতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহীর কর্তৃত্ব খাটিয়ে ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় কৌশল প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী নির্বাচন, এমনকি ভুয়া ক্রয়-রশিদ বানিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, এনজিওসমূহের স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চার উন্নয়নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও এনজিওদের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪. এনজিওসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।	এনজিও
৫. এনজিওসমূহে নিয়োগ ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে উভয় ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কার্যকর পরিহার নিশ্চিত করতে হবে।	
৬. এনজিওদের জন্য দীর্ঘ প্রতিক্ষিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে এনজিও নেতৃবৃন্দের নিজেদের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের প্রচেষ্টায় খাত, উপখাত ও এককভাবে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর করতে হবে।	

প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ঘাটতি:

একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক এনজিও'কে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা না করার নির্দেশ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সেবামূলক কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার ক্ষুদ্রঋণ আইন অনুসারে দরিদ্রদের স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার বিধান থাকলেও তাদেরকে উপেক্ষা করে তুলনামূলক স্বচ্ছলদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ বা সমস্যা চিহ্নিতকরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে না।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭. ভিন্ন ভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই উপকারভোগী নির্বাচন বা দ্বৈততা বন্ধে এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।	এনজিও
৮. এনজিওদের সেবামূলক কর্মসূচিতে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	

জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় ঘাটতি:

সব এনজিও অনুদান প্রদানকারী সংস্থা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। মূলত নিয়মিত পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভায় অগ্রগতি জানানোর মধ্যেই এ জবাবদিহিতা সীমাবদ্ধ। জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় বেশ কিছু ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। যেমন, অনুদান প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও তাদের মূল্যায়নকারী পরামর্শকদের নিয়ে শুধুমাত্র সফল কর্মএলাকা পরিদর্শন করানো এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের দুর্বল দিক বা ঘাটতি উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সাফল্যের দিক অতিরঞ্জিত করা। পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার বেশ কিছু ভালো দৃষ্টান্ত থাকলেও কোনো কোনো এনজিওতে জবাবদিহিতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। যেমন, নীতি-নির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদনের বিধান থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা কোনো সভা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে পরিষদ সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে থাকেন। এর পেছনে কিছু কিছু এনজিও'র পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে যোগ্যতার তুলনায় প্রধান নির্বাহীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতাকে দায়ী হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আবার উপকারভোগীদের কাছে এনজিওদের জবাবদিহিতা চর্চায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে প্রায় অর্ধেক এনজিওতে স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ বিষয়ক কর্মকর্তা নেই। এছাড়া অধিকাংশ এনজিওতে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অর্থাৎ শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ জবাবদিহিতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	এনজিও
১০. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত এবং নাগরিক সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিধি নির্ধারণসহ 'গভার্ন্যান্স ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করতে হবে।	
১১. একক কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পরিহার করতে হবে। কর্মীদের মতামত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে মতামতের প্রতিফলন এবং পরিচালনা পরিষদের প্রতি নির্বাহী ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে।	
১২. পরিচালনা পরিষদের কাছে নির্বাহী ব্যবস্থাপনার কার্যকর জবাবদিহিতার পাশাপাশি নীতি-নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শনে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে পরিচালনা পরিষদকে সক্রিয় হতে হবে। তবে ত্রৈমাসিক সভার ভিত্তিতে দিকনির্দেশনা ও জবাবদিহিতা সাপেক্ষে প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নির্বাহী ব্যবস্থাপনার ওপর ন্যস্ত করতে হবে।	
১৩. ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ন্যায়পাল নিয়োগ করা যেতে পারে।	
১৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি বা প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা যেতে পারে।	
১৫. এনজিওসমূহে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।	
১৬. প্রত্যেক প্রকল্পের মধ্যে 'সুশাসন কম্পোনেন্ট' রাখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
১৭. অনুদান গ্রহণকারী এনজিও'র কর্মকাণ্ড ও ফলাফল মূল্যায়ন এবং প্রদত্ত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।	

এনজিও খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি:

এনজিওগুলোতে কর্মী নিয়োগে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দেশীয় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় ক্ষমতাশালী বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে মাঠ পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমে অযাচিত প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের একাংশ এনজিওদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও জেলা পর্যায় থেকে সনদ সংগ্রহের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি ও হয়রানির অভিযোগ রয়েছে জেলা প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে এনজিওদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণ এবং প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও'র ক্ষেত্রে এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়া এনজিও'র নিবন্ধন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও অর্থ দাবির অভিযোগ রয়েছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৮. অনুদান গ্রহণকারী এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দেশীয় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশের প্রভাব বিস্তার বন্ধ করতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
১৯. প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যালয় পরিদর্শনের নামে এবং নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে এবং জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
২০. বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে যেন এনজিওদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা যায়। ২১. সংস্থার নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh